নারকী জীবগণ যেমন যেমন ভাবে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, তেমন তেমনভাবে তাঁহারা শ্রীহরিভক্তি অবলম্বন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। এস্থলে স্বর্গপদের অর্থ বৈকুণ্ঠ।

এইজন্য দুর্ব্বাসাও বলিয়াছিলেন যে—যাঁর নাম গ্রহণ করিলে নারকী জীবও মুক্ত হইয়া থাকে—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্নীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ২।১।১১

হে রাজন! হরির যে নামানুকীর্ত্তন, ইহা ফলাকাঙ্ক্ষি পুরুষদিগের ও তৎফলের সাধন। মুমুক্ষুদিগেরও উহা মোক্ষসাধন এবং জ্ঞানীদিগেরও ইহাই জ্ঞানের ফল হয়। অতএব, সাধক এবং সিদ্ধ—কাহারও পক্ষে ইহা অপেক্ষায় অন্য পরম মঙ্গল নাই।

এস্থলে বিষয়ী, মোক্ষার্থী এবং জ্ঞানী অবস্থায়ও যে ভগবদ্ভক্তি অনুবর্ত্তিত হয়, তাহা সূচিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীহরিভক্তির যে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা অনুবৃত্তি আছে, তাহার বর্ণন নিষেধমুখেও আছে। তৎসম্বন্ধে—

কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্ব্বা কিম্বা তীর্থনিষেবনৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥

যাহাদের বিষ্ণুভক্তি নাই, তাহাদের পক্ষে বেদ, শাস্ত্র, তীর্থসেবা, তপস্যা এবং যজ্ঞের প্রয়োজন নাই।

এস্থলে বেদ-শাস্ত্রাদি বিষ্ণুভক্তি যাহার নাই, তাহার পক্ষে ফলপ্রদ নহে; যিনি শ্রীহরিভক্তি-পরায়ণ তাঁহার পক্ষেই ফলপ্রদ। এইকথা বলায় বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদিতে শ্রীহরিভক্তির অনুবৃত্তির কথা অনুমোদিত করিয়া বুঝিতে হইবে।

আবার অন্বয়মুখে দেখাইতেছেন; যথা—

কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
বাজপেয়সহস্রৈর্ব্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে॥

যাহার জনার্দ্দনে ভক্তি আছে, তাহার পক্ষে বহুশাস্ত্র জ্ঞানেরই বা কি প্রয়োজন? তপস্যা বা যজ্ঞেই বা তাহার কি করিবে? সহস্র সহস্র বাজপেয় যজ্ঞেই বা তাহার কি দরকার?

এখানেও সর্ব্বত্র শ্রীহরিভক্তির অনুবর্ত্তন পূর্ব্ববৎ বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে।